MAR. 1 1 2002 MAR. 16 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রামে ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে এসআই নিজের নিরাপত্তার জন্য জিডি করেছেন

চট্টগ্রাম অফিস ॥ নগরীর ডবলমুরি
থানায় একজন সাব-ইন্সপেক্টর নিজে
নিরাপত্তার জন্য নগর ছাত্রদল সভাপতি
নাজিমুর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন

(২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রামে ছাত্রদল নেতার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অর্থ আত্মসাৎ ও জালিয়াতির মামল
ছাত্রদলের কর্মী জনৈক জহির আহমদকে
শনিবার মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআ
আবদুল লতিফ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদাল
হতে রিমান্ডে আনে। রাত ১২টার স
আবদুল লতিফ অর্থ আত্মসাৎ ও জালিয়াতি
ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। ঐ মুহূ
নাজিমুর রহমান অপর ৭/৮ জনসহ থান
এসে আবদুল লতিফকে জহির আহমদ
রিমান্ডে আনার জন্য কৈফিয়ত দিতে বলে
নাজিমুর রহমানসহ অন্যরা তদন্তকা
কর্মকর্তাকে বলেন, 'বাদীর কাছ থেকে ক
টাকা নিয়েছো?' 'রিমান্ডের নামে জহিরে
মারধর করা হলে দেখে নেব। তুমি '৯৬ সালে
মামলার আসামী' সহ আরো অকথ্য ভাষা
হুমকি প্রদান করে বলে থানাসূত্রে জানা যায়
উল্লেখ্য যে, ডবলমুরিং থানার পানওয়ালা পাড়
এলাকার বাসিন্দা জনৈক শাহজাহানে
প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী জহির আহমদ শেয়া
বিক্রি করে জালিয়াতির মাধ্যমে ১৫ লাখ টাক
নিয়ে পালিয়ে যায় বলে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী
ডবলমুরিং থানায় মামলা হয়। গত ৩রা মার্চ
জহির আহমদ সিএমএম আদালতে
আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে, আদালত
জামিন প্রার্থনা নাকচ করে। উক্ত মামলার
তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই আবদুল লতিফ এ
ব্যাপারে জানার জন্য, জহির আহমদকে
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৭ দিনের রিমান্ড প্রার্থনা
করলে আদালত একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।

এদিকে ছাত্রদলের সভাপতি নাজিমুর
রহমান এসআই আবদুল লতিফকে হুমকি,
ধমক বা গালমন্দের কথা অস্বীকার করে
বলেন, 'সংগঠনের কর্মী জহির আহমদকে
রিমান্ডে নিয়ে থানায় মারধর করছে বলে তার
পরিবারের দেয়া সংবাদের ভিত্তিতে আমি
থানায় যাই। তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই
আবদুল লতিফের নিকট জহির আহমদকে
মারধর করা হয়েছে কিনা জানতে চাই। লতিফ
জানায়, তাকে মারধর করা হয়নি। কিন্তু আমি
আবার প্রশ্ন করি যে, তাহলে তার হাত-পা
ফোলা কেন? কিন্তু এসআই লতিফ কোন উত্তর
দিতে পারেনি। আমি এসআই লতিফকে এও
বলছি যে, 'রিমান্ডে আনা আসামীর গায়ে হাত
তোলা আদালত হতে নিষেধ রয়েছে।'